পঞ্চম অধ্যায়

সমস্যামূলক শিক্ষার্থী (Problem-Learner)

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : Marks - 2

(১) সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকরণ করুন। (Write the types of problem learners.) [VU–2016]

উত্তর : 'Quirk' এর মতানুসারে প্রধানত তিন ধরনের সমস্যামূলক শিক্ষার্থী দেখা যায়। এরা হল—

(i) প্রজ্ঞাজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থী (Cognitive class of problem learner)
(ii) গঠনগত বা সঞ্চালনমূলক শিক্ষার্থী (Structural class of problem learner)
(iii) অনুভূতিজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থী (Affective class of problem learner)

(২) প্রতিভাবান শিক্ষার্থী কাদের বলা হয়? (What do you mean by Gifted learners?)

উত্তর : সাধারণত আদর্শায়িত বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের IQ নির্ণয় করা হয়। যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের IQ-140-এর বেশি তাদের প্রতিভাবান রূপে চিহ্নিত করা হয়। **Bently** এর Scale অনুযায়ী (1937) যাদের IQ-110 এর বেশি, তাদের প্রতিভাবান শিক্ষার্থী বলা হয়।

(৩) স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের কীভাবে শনাক্তকরণ করা যায়? (How to identify low intelligence learners?)

উত্তর : স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণ করার ক্ষেত্রে অনেকগুলি উপায় লক্ষ্য করা যায়। এই সব উপায়গুলির মধ্যে দুটি উপায় নিম্নে দেওয়া হল—

(a) **পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি :** শিক্ষক, অভিভাবক এই পদ্ধতির সাহায্যে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করতে পারেন।

(b) **বুদ্ধ্যাঙ্কের অভীক্ষা :** আদর্শায়িত বুদ্ধ্যাঙ্কের অভীক্ষা প্রয়োগের সাহায্যে স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করা হয়—
(i) আদর্শায়িত নির্ণায়ক অভীক্ষা
(ii) পারদর্শিতার অভীক্ষা
(iii) দৈনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি

2020-3-24 10:1

(৪) অনগ্রসর শিক্ষার্থী কাদের বলা হয়? (What is slow learners?)

উত্তর : একজন শিক্ষার্থী যখন তার সমবয়সী অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষাগত দিক থেকে অপেক্ষাকৃত কম উৎকর্ষতা দেখায় তখন তাকে **পশ্চাৎপদ শিশু** বা অনগ্রসর শিশু বা ধীরগতি সম্পন্ন শিক্ষার্থী বলা হয়।

(৫) শিখনে অক্ষম শিক্ষার্থী বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by learning disabled learners?)

উত্তর : শিখনে অক্ষম শিক্ষার্থী বা শিখন অসমর্থতা বলতে বোঝায়—কথন, বচন, ভাষা, পঠন, বানান, লিখন বা গাণিতিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বা বিলম্বিত বিকাশ বা মস্তিষ্কের ক্ষমতার ক্রিয়াগত ত্রুটি।

(৬) সমস্যামূলক শিক্ষার্থী বলতে কী বোঝায়? (What do you mean by Problem learner) [WBSU 2016, BU 2016, WBUTTEPA 2017, GBU-2016]

অথবা, কাদের সমস্যামূলক শিক্ষার্থী বলা হয়? (Who are Problem learners?) [KU-2016]

উত্তর : যে সমস্ত শিক্ষার্থী শ্রেণিশিখনের জ্ঞানমূলক, অনুভবমূলক-এর সঞ্চালনমূলক উদ্দেশ্য অর্জনে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হয় না এবং যারা পারদর্শিতার নিরিখে শ্রেণিকক্ষের স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের নীচে অবস্থান করে তাদের সমস্যামূলক শিক্ষার্থী বলা হয়।

(৭) সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (Write the general characteristics of problem learner.)

উত্তর : সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) সমস্যামূলক শিক্ষার্থীরা শ্রেণিশিখনে সংগতিবিধানে ব্যর্থ হয়।

(ii) শিক্ষাগত পারদর্শিতার বিচারে এরা স্বাভাবিক শিক্ষার্থীদের থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে।

(iii) শ্রেণিকক্ষে এরা অমনযোগী থাকে।

(iv) এদের মধ্যে অতি চঞ্চলতা দেখা যায়।

(৮) প্রজ্ঞাজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the types of cognative class of problem learner.)

উত্তর : প্রজ্ঞাজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শ্রেণিগুলি হল—

(i) প্রতিভাবান (gifted) শিক্ষার্থী

(ii) স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থী (Moron learner)

2020-3-24

(iii) অনগ্রসর বা ধীরগতিসম্পন্ন শিক্ষার্থী (Slow or backward learner)
(iv) শিখনে অসমর্থ শিক্ষার্থী (Learning disabled learner)
(v) মনোযোগহীন শিক্ষার্থী (Atention deficit learner)
(vi) অতিচঞ্চল শিক্ষার্থী (Hyperactive learner)

(৯) সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণ ও সমস্যা S T P সমাধানের মডেলটির স্তরগুলি লিখুন।

উত্তর : সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণ ও সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত S T P মডেলের তিনটি পর্যায় আছে। সেগুলি হল—

(i) Specify problem (s) – সমস্যার নির্দিষ্টকরণ
(ii) Desired Target state (T) – টার্গেট স্থির করা
(iii) Procedure, plan or path to (P) → to get S to T (S থেকে T তে পৌছানোর পথ)

(১০) প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন। (Write the general characteristics of Gifted learners.)

উত্তর : প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(i) প্রতিভাবান শিক্ষার্থীরা বিশেষক্ষেত্রে উন্নততর পারদর্শিতা দেখায়।
(ii) এরা প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয়।
(iii) এরা বিশেষ আচরণগত বৈশিষ্ট্যের বাহক।
(iv) এরা উন্নত এবং বিনিময় ক্ষমতার অধিকারী।

(১১) প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের নির্দেশনার উপায়গুলি লিখুন। (Write the guidance of Gifted learners.)

উত্তর : প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের নির্দেশনার উপায়গুলি হল—

(i) অনুভূমিক পরিপুষ্টি (horizontal enrichment)
(ii) দ্বিগুণ উত্তরণ (double promotion)
(iii) পাঠচর্চার হ্রস্বমেয়াদ (Shorter academic stage)
(iv) Resource room programme
(v) Community mentor programme
(vi) Consultant teacher programme

(১২) শিখন প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিবিভাগ করুন। (Mention the types of learning disabled learner.)

উত্তর : শিখন প্রতিবন্ধকতার শ্রেণিগুলি হল—

(i) পঠন অক্ষমতা (dyslexia)

2020-3-24 10:1

(ii) লিখন অক্ষমতা (Dysgraphia)
(iii) গাণিতিক অক্ষমতা (Dyscalculia)
(iv) মৌখিক অসামঞ্জস্যতা (Aphasia)

(১৩) অনুভূতিমূলক সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনার কয়েকটি উপায় লিখুন। (Write the guidance of Affective class of problem learner.)

উত্তর : অনুভূতিমূলক সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনার কয়েকটি উপায় হল—

(i) এই ধরনের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিহ্নিতকরণ ও এদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি আরোপ।
(ii) সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা।
(iii) যৌথ শিখনের (group learning) ব্যবস্থা।
(iv) সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ।
(v) শিক্ষকদের এবং সহপাঠীদের সহানুভূতিশীল মনোভাব।

(১৪) জীবনপ্রণালী দক্ষতা (life skill) গুলির একটি তালিকা তৈরি করুন।

উত্তর : World Health Organisation (WHO) নিম্নলিখিত দশটি Life skill এর উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—

(a) আত্মসচেতনতা (Self awareness)
(b) অন্যের অনুভূতির সঙ্গে একাত্মবোধ (empathy)
(c) আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক (interpersonal relationship)
(d) কার্যকর ভাব বিনিময় দক্ষতা (effective communication skill)
(e) সংকট চিন্তন (critical thinking)
(f) সৃজনাত্মক চিন্তন (creative thinking)
(g) সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা (decision making skill)
(h) সমস্যা সমাধান দক্ষতা (problem solving skill)
(i) প্রাক্ষোভ জয় (coping with emotion)
(j) চাপমুক্ত হওয়া (copying with stress) ।

2020-3-24

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর : Marks - 5

(১) বিভিন্ন প্রকার সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের উল্লেখ করুন। (Mention the different type of problem learners.)

অথবা, একটি শ্রেণিতে কী কী ধরনের সমস্যাপূর্ণ শিক্ষার্থী পাওয়া যেতে পারে? (What are the type of problem learners found in a classroom?) **[CU-2016]**

অথবা, সমস্যামূলক শিক্ষার্থীর শ্রেণিগুলি উল্লেখ করুন। (Mention the types of problem.) **[GBU-2016]**

উত্তর : সাধারণভাবে শ্রেণিতে যেসব ধরনের সমস্যাপূর্ণ শিক্ষার্থী লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে চার্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল—

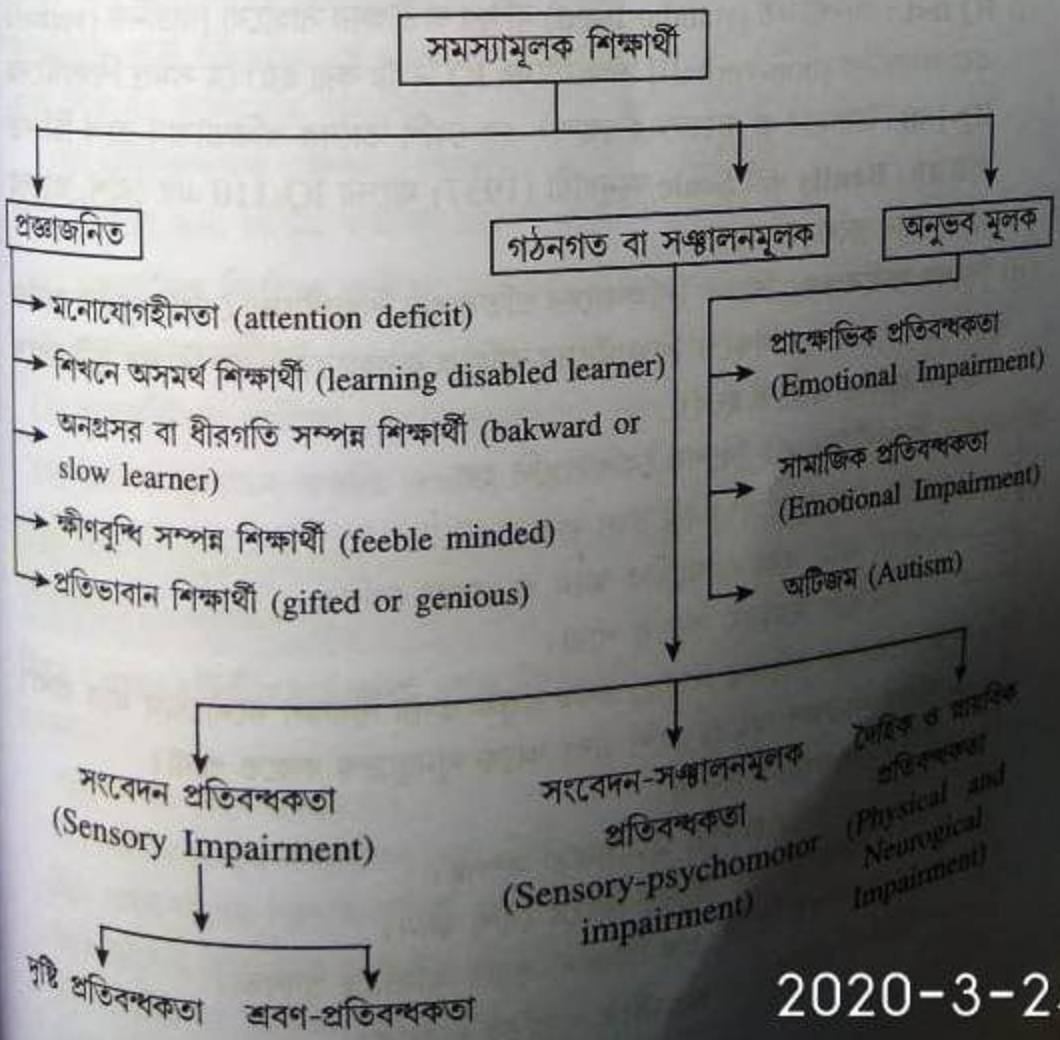

(২) প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের কীভাবে চিহ্নিত করা যায়? (How to identify the gifted learners)

উত্তর : শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের IQ-140-এর বেশি তাদের প্রতিভাবান শিক্ষার্থী বলা হয়।

1978 সালে আমেরিকাতে প্রতিভাবান (gifted)-প্রতিশ্রুতিবান (Talented) শিশুদের শিক্ষা সংক্রান্ত যে আইন পাশ হয় তাতে বলা হয়েছে— যে সমস্ত শিক্ষার্থী বিশেষ সক্ষমতার অধিকারী যা বৌদ্ধিক, সৃজনশীল, নির্দিষ্ট বিষয় চর্চার বা অনুরূপ ক্ষেত্রে অসামান্যতার পরিচয় বাহক বা যা কোনো শিল্পকলার ক্ষেত্রে অসামান্যতার পরিচয় বহন করে এবং তাদের এমন পরিষেবা দরকার যা সাধারণ বিদ্যালয়ে পাওয়া যায় না তারাই প্রতিভাবান শিশু।

○ প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের চিহ্নিতকরণ:

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা যায়। শ্রেণি শিক্ষক এবং অভিভাবকরা সচেতন হলেই প্রতিভাবানদের সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব।

(i) **IQ test :** আদর্শায়িত (standardised) বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে [বাচনিক (verbal) এবং অবাচনিক (non-verbal)] শিক্ষার্থীদের IQ নির্ণয় করা হয়। যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের IQ-140 (টারম্যান ও ওডেনের স্কেল)-এর বেশি তাদের প্রতিভাবান রূপে চিহ্নিত করা হয়। **Bently** এর Scale অনুযায়ী (1937) যাদের IQ-110 এর বেশি, তাদের প্রতিভাবান বলে ধরা হয়।

(ii) **বিশেষ পর্যবেক্ষণ :** শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যগুলি জানা করতে হয় এবং শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বাহ্যিক ব্যবহারের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রেখে তাদের চিহ্নিত করতে হবে।

প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- সহজে এবং দ্রুত বিষয়বস্তু রক্ষা করা।
- সাধারণ জ্ঞান এবং ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বেশি।
- দ্রুত সমস্যার সমাধান করতে পারা।
- মনোযোগের পরিসর বিস্তৃত, একই বস্তুর ওপর দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ ধরে রাখা
- স্মৃতির সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি এবং কাজে পুনরুদ্রেক করতে পারা।
- সংহত প্রাক্ষোভিক বিকাশ।
- সংস্কার ও পরিবর্তনশীল মানসিকতা সম্পন্ন।
- সহপাঠীদের তুলনায় অনেক বিষয়ে বেশি জ্ঞান।
- অনেক বিষয়ে আগ্রহ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অতিরিক্ত প্রবণতা।
- সঠিক চিন্তাভাবনা ও অপ্রচলিত পদ্ধতির ব্যবহার।

(iii) প্রবণতার অভীক্ষা (Aptitude test) : প্রবণতার অভীক্ষা প্রয়োগ করে প্রতিভাবান শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনাগুলিকে চিহ্নিত করা হয় এবং সেই মতো শিক্ষাগত ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দেওয়া হয়।

(৩) শিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণ সম্পর্কে লিখুন। (Write about identification of learning disabled learners.)

উত্তর : শিখন অক্ষমতার শনাক্তকরণ দুটি উপায়ে করা হয়—

(A) অ-অভীক্ষামূলক কৌশল (Non-testing devices)

(B) অভীক্ষামূলক কৌশল (Testing devices)

(A) অ-অভীক্ষামূলক কৌশল : এই ধরনের কৌশলগুলি হল—পর্যবেক্ষণ, রেটিং স্কেল, চেকলিস্ট, সাক্ষাৎকার, প্রশ্নগুচ্ছ, সমাজনীতিমূলক অভীক্ষা প্রভৃতি।

এইসব কৌশলের সাহায্যে ব্যক্তিত্ব ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীর শিখন অক্ষমতাগুলিকে চিহ্নিত করে তার একটি তালিকা তৈরি করা হয় এবং তাদের অক্ষমতার মাত্রা (degree of disability) নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক, অভিভাবক এবং শিখনের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের পরামর্শও গ্রহণ করা হয়।

(B) অভীক্ষামূলক কৌশল : শিক্ষার্থীর বিভিন্ন শিখন অক্ষমতাকে চিহ্নিত করা ও তার মাত্রা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয়।

(1) আদর্শায়িত নির্ণায়ক অভীক্ষা (Standardised diagnostic test)

(2) সক্ষমতার অভীক্ষা (Ability test)

(3) পারদর্শিতার অভীক্ষা (Achievement test)

(4) দৈনিক মূল্যায়ন পদ্ধতি (Daily assessment system)

(৪) কীভাবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিত করা যায়? (How to identification of visual impairment)?

উত্তর : ক্লাসে দৃষ্টিক্ষীণতার লক্ষণ দেখে শিক্ষকেরা সহজেই এদের চিহ্নিত করতে পারেন, যেমন—

(i) ঘনঘন চোখ রগড়ানো।
(ii) ঘনঘন চোখে জল আসা এবং চোখ মোছা।
(iii) চোখ ঘনঘন লাল হওয়া বা ফোলা।
(iv) ক্লাসের মধ্যে স্বচ্ছন্দে চলার অসুবিধা।
(v) বিভিন্ন রং আলাদা করে চিনতে না পারা।
(vi) চোখের অস্বাভাবিক নড়াচড়া বা দুইচোখের সামঞ্জস্যহীনতা।

(vii) ছোটো লেখা, ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়ার অসুবিধা।
(viii) ছবির খুঁটিনাটি দেখতে না পাওয়া।
(ix) কিছুটা পড়ার পর ঝাপসা দেখা।
(x) মাথা বা শরীর হেলিয়ে দেখতে চেষ্টা করা।
(xi) একটি চোখকে বিশেষভাবে ব্যবহারের ঝোঁক।
(xii) ঘনঘন মাথা ধরা ও চোখের সংক্রমণ।
(xiii) চোখের কর্নিয়া অস্বচ্ছ হওয়া।
(xiv) স্বাভাবিক আলোতে তাকাতে অসুবিধা।
(xv) তারারন্ধ্রের মাঝখানে সাদা দাগ দেখতে পাওয়া।
(xvi) এক চোখ বন্ধ করে অন্য চোখে দেখার চেষ্টা।
(xvii) দূরের জিনিস স্পষ্ট দেখতে না পাওয়া।

রচনাধর্মী প্রশ্নোত্তর : Marks - 10

(১) সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শনাক্তকরণ সম্পর্কে লিখুন। (Write a note about indentification of problem learners.)

অথবা, আপনি কীভাবে সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করবেন? (How do you identify problem learners?) [KU-2016]

উত্তর : প্রজ্ঞাজনিত, অনুভূতিজনিত এবং সঞ্চালনজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরণের কৌশল আমরা আলোচনা করব। নীচে ছকের সাহায্যে সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের সনাক্তকরণ কৌশলগুলি দেখানো হল—

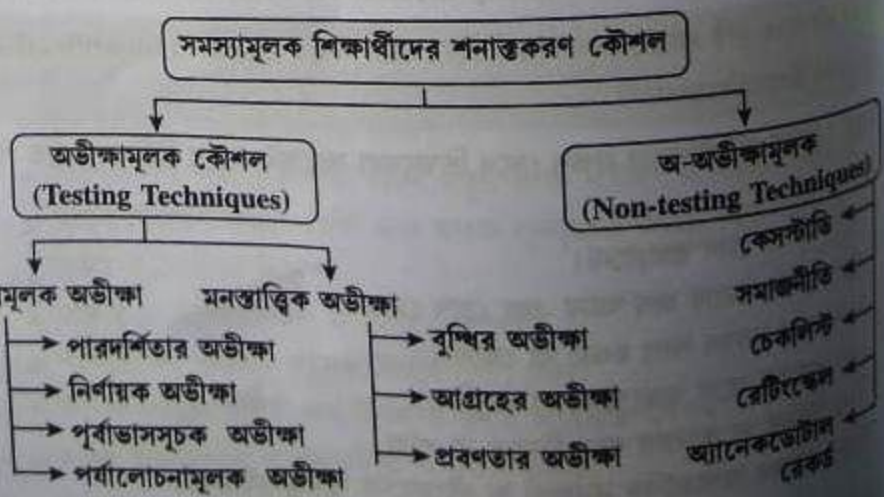

2020-3-24 10:

(1) **শিক্ষামূলক পারদর্শিতার অভীক্ষা :** এই ধরনের অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন শ্রেণিভিত্তিক পারদর্শিতার পরিমাপ করা যায়। পারদর্শিতার ফলাফল থেকে পিছিয়ে পড়া, অনগ্রসর বা পশ্চাদপদ শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা যায়। এই পদ্ধতিতে প্রধানত প্রজ্ঞাজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করা হয়।

(2) **মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষা :** বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে প্রজ্ঞাজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে প্রতিভাবান এবং ক্ষীণবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা হয়।

(3) **কেস স্টাডি পদ্ধতি :** কেস স্টাডি ঘটনার বিবরণ পদ্ধতি শিক্ষামনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে কোনো বিশেষ সমস্যাযুক্ত শিক্ষার্থীর সামগ্রিক পরিবেশ অনুশীলন করে তার সমস্যার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয়। এই কারণ খুঁজে বের করার জন্য তার জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই তথ্য সমস্যামূলক শিক্ষার্থীর বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, বিভিন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য দায়িত্বশীল ব্যক্তির নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়। এই তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে তার সমস্যামূলক আচরণের কারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।

(4) **সমাজমিতি :** অনুভূতিজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের এই পদ্ধতিতে শনাক্ত করা যায়। এই পদ্ধতিতে সমস্যামূলক শিক্ষার্থীর, শ্রেণিকক্ষের সহপাঠীদের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক, মিথস্ক্রিয়া, যোগাযোগ ক্ষমতা, মেলামেশার দিকগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। সমাজমিতি পদ্ধতিতে তাই সমাজের চোখে ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর অবস্থান পরিমাপ করা যায়। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের একের প্রতি অন্যের পছন্দ এবং অপছন্দগুলিকে চিহ্নিত করা হয় সোসিওগ্রাম নামক ডায়াগ্রাম থেকে। নীচের সোসিওগ্রাম থেকে সমস্যামূলক শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করা যায়।

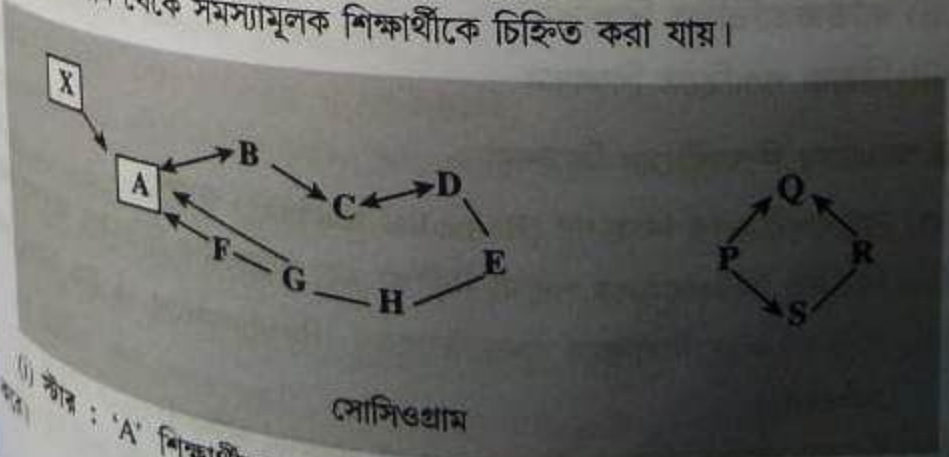

সোসিওগ্রাম

(i) **স্টার :** 'A' শিক্ষার্থীকে স্টার বলা হয়, কারণ

(ii) মিউচুয়াল পেয়ার : শিক্ষার্থী A,B এবং C,D পরস্পর পরস্পরকে পছন্দ করে, এই এদের মিউচুয়াল পেয়ার বলা হয়।

(iii) বিচ্ছিন্ন (isolated) : এক্ষেত্রে 'X' শিক্ষার্থী, কোনো শিক্ষার্থীর পছন্দ অর্জন করতে পারে নি, তাই একে শ্রেণিকক্ষে সমস্যামূলক শিক্ষার্থী হিসেবে ধরা হয়।

(iv) উপদল (Sub-group) : শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে যায় তাদের উপদল বলে। একটি উপদলের সদস্যরা অন্য উপদলের সদস্যদের পছন্দ করে না।

(২) স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অনগ্রসর, পঠনে অক্ষম ও লিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের নির্দেশনাদান সম্পর্কে লিখুন। (Write a note on guidance for EMR learner, slow learners, reading disahbled learners & writing disabled learners.)

উত্তর : স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, অনগ্রসর, পঠনে অক্ষম ও লিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের নির্দেশনাদান সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হল—

■ **স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা :**

(i) সংশোধনীমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা (Remedial teaching)

(ii) ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে শিক্ষাদান (Individualised instruction)

(iii) আত্মসক্রিয়তার দ্বারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদান (Self activity)

(iv) বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির (Repeatition) মাধ্যমে শিক্ষাদান।

(v) শিক্ষাকাল কমানো

(vi) বৃত্তিকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রম

(vii) অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাদান

(viii) ত্রিধারা পদ্ধতিতে শিক্ষাদান

■ **অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা :**

(i) সংশোধনীমূলক শিক্ষণের (Remedial teaching) ব্যবস্থা।

(ii) নিয়মিত চিকিৎসামূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

(iii) পরিবার এবং বিদ্যালয়ে পুনরাভিযোজন (Readjusment in the home and school)।

(iv) বিশেষ স্কুলের ব্যবস্থা (Provision of special school)।

(v) বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা (Special coaching)।

2020-3-24

(vi) অনুপস্থিতির হার কমানো।

(vii) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলির সুযোগ স্থাপন।

(viii) অগ্রগতির সঠিক নথি রক্ষণাবেক্ষণ।

(ix) নেতিবাচক পরিবেশগত উপাদানগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

(x) শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সংযোগ স্থাপন।

(xi) উপযুক্ত শিক্ষণ প্রদীপনের ব্যবস্থা।

(xii) উদ্বোধকের ব্যবহার (Inspiring by giving incentives), এদের যে-কোনো কৃতকার্যের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

(xiii) স্কিনারের অপারেন্ট কন্ডিশানিং নীতির অনুকরণে প্রোগ্রামবদ্ধ শিখন এবং শিক্ষণের উপকরণ সমূহের ব্যবহার।

■ **পঠনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা :**

(i) পঠনে অক্ষম শিশুদের প্রথমে চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বোধগম্যতার ক্ষমতাকে উৎসাহদান।

(ii) বাচনিক চিকিৎসকের (Speech Therapist) সাহায্যে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

(iii) জোরে জোরে পড়ানো এবং টেপরেকর্ডারে পাঠ শোনানো।

(iv) ফ্ল্যাশ কার্ড (flash card) ব্যবহার করে প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ সুনিশ্চিত করা।

(v) প্রথমে মনে মনে পড়ে নিয়ে তারপর সম্পূর্ণ বাক্যটি পড়তে বলা। নিজের পড়া নিজেকেই শোনানো এবং সংশোধন করতে বলা।

(vi) Feed-back-এর ব্যবস্থা।

(vii) সংশোধনীমূলক শিক্ষণের ব্যবস্থা।

(viii) ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে পাঠের অভ্যাস।

(ix) কোনো বিষয় পাঠে ও উত্তরদানের জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া।

■ **লিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীর নির্দেশনা :**

(a) কলম ধরার সঠিক পদ্ধতি অভ্যাস করানো।

(b) প্রথম লেখার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক রেখাগুলি অভ্যাস করানো।

(c) মৌলিক রেখা থেকে অক্ষরে রূপান্তর অভ্যাস করানো।

(d) লিখনে অক্ষম শিক্ষার্থীদের Word processor ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

(e) রুল টানা কাগজ বা graph paper-এ লেখার অভ্যাস করানো।

(৩) টীকা লিখুন : গণিতে অক্ষম শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা, ভাষায় অক্ষম শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা, দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষা, শ্রবণ, প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষা, শারীরিক ও স্নায়বিক প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষা, অনুভবজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা। (Write a note on : guidance for mathematicaly disabled learners, guidance for orally disabled learners, visual impairment & education, Hearing impairment & education, physical & neurological disability & education, guidance for affective class of problem learner.)

উত্তর : প্রশ্নানুযায়ী নিম্নে সংক্ষিপ্ত আকারে উপরিউক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করা হল—

■ **গণিতে অক্ষম শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা :**

(i) পর্যবেক্ষণযোগ্য লক্ষণের ভিত্তিতে (প্রথা বহির্ভূত অভীক্ষা) এবং নির্ণায়ক অভীক্ষার সাহায্যে (প্রথাগত অভীক্ষা) গণিতে অক্ষম শিশুদের চিহ্নিত করা।

(ii) গাণিতিক সমস্যা সমাধানে নিয়মিত অনুশীলনে উৎসাহিতকরণ।

(iii) গাণিতিক সমস্যা সমাধানে ধারাপাত বা গুণন টেবিল ব্যবহার না করে বিভিন্ন প্রয়োগ পদ্ধতির ব্যবহার।

(iv) লেখচিত্রের ব্যবহার।

(v) সংশোধনী শিক্ষণের ব্যবহার।

■ **ভাষায় অক্ষম শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা :**

(i) Speech pathologist-এর সাহায্যে দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ।

(ii) প্রাঞ্জল ভাষায় শিক্ষকের বক্তব্য পরিবেশন।

(iii) দুটি বক্তব্য পরিবেশনের মাঝে যথেষ্ট সময় দেওয়া।

(iv) ভাষায় অক্ষম শিক্ষার্থীদের বক্তব্য পরিবেশনে উৎসাহ দেওয়া এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো।

(v) বিতর্ক সভা, প্যানেল ডিসকাশন প্রভৃতিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

■ **দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষা নির্দেশনা :**

(i) ব্রেইল পদ্ধতিতে (Braille) শিক্ষাদান (অন্ধদের ক্ষেত্রে)।

(ii) বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষা করানো।

(iii) ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ (sense trainning)।

(iv) অ্যাবাকাস পদ্ধতিতে শিক্ষাদান।

2020-3

(v) ব্যক্তিগত নির্দেশনা।

(vi) সক্রিয়তাভিত্তিক শিক্ষণ।

(vii) প্রযুক্তি ও সঠিক উপকরণের ব্যবহার।

(viii) পরিবেশ পরিচিতি ও চলাফেরার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষা :

(i) যান্ত্রিক কৌশলের ব্যবহার (শ্রবণ যন্ত্রের ব্যবহার)।

(ii) বিশেষ ধরনের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা।

(iii) শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শ্রেণিকক্ষে সামনের সারিতে এনে বসানো।

(iv) যতদূর সম্ভব শিক্ষকের উচিত এদের সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলা।

(v) কথা বলার সঙ্গে তার দৃশ্যরূপটি তুলে ধরা, ইঙ্গিত, চিত্ররূপ, মডেল ইত্যাদির ব্যবহার।

(vi) ওষ্ঠের ভাষা পাঠ করার প্রশিক্ষণ।

(vii) বিশেষ শিক্ষকের পরামর্শ (Resource teacher) গ্রহণ।

(viii) হস্তমুদ্রার প্রশিক্ষণ (Manual language training)।

(ix) শ্রবণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের (Auditory training) ব্যবস্থা।

(x) বাক্ পঠনের (Speech Reading) ব্যবস্থা।

(xi) ইশারা পাঠ (Cued speech)।

(xii) সমন্বিত পাঠ (Total communication)।

(xiii) কম্পন ও স্পর্শ পদ্ধতি (Vibration & touch method)।

(xiv) প্রযুক্তির ব্যবহার।

শারীরিক ও স্নায়বিক প্রতিবন্ধকতা ও শিক্ষা :

(i) শারীরিক অক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(ii) বিকলাঙ্গতা কম হলে সাধারণ বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(iii) যাদের বিকলাঙ্গতার কারণে মানসিক বিকাশ ব্যহত হয় তাদের বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(iv) সাহিত্যচর্চা, সংগীতচর্চা বা গবেষণামূলক কাজে এই সমস্ত শিক্ষার্থীদের নিযুক্ত করা—যেখানে শারীরিক পরিশ্রম কম হয়।

2020-3-2

(v) Occupation therapy-র মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োগ করা।

■ **অনুভবজনিত সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা :**

(i) এই ধরনের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিহ্নিতকরণ ও এদের ওপর বিশেষ দৃষ্টি আরোপ।

(ii) শিক্ষকদের এবং সহপাঠীদের সহানুভূতিশীল মনোভাব।

(iii) সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠদানের ব্যবস্থা।

(iv) যৌথ শিক্ষণের (group learning) ব্যবস্থা।

(v) সহপাঠক্রমিক কার্যাবলিতে সক্রিয় অংশ নেওয়া।

(vi) ডিবেট, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতিতে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান।

(৪) জীবন প্রণালী দক্ষতার প্রশিক্ষণ সম্পর্কে লিখুন। (Write a note about life skill training.)

উত্তর : শিক্ষার চরম লক্ষ্য হল ব্যক্তির সুসংহত ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন যা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিবিধানের মাধ্যমে সম্ভব হয়। ব্যক্তির উপযুক্ত সংগতিবিধানের জন্য জ্ঞান, অনুভূতি এবং সঞ্চালনমূলক দক্ষতার উন্নতি সাধন প্রয়োজন, জ্ঞান এবং সঞ্চালনমূলক দক্ষতাগুলিকে বলা হয় hard skill, অপরপক্ষে অনুভূতিমূলক দক্ষতাগুলিকে বলা হয় soft skill. অভিনবত্ব, সৃষ্টিশীলতা, সংগঠন এবং উৎপাদনের জন্য hard skill-এর প্রয়োজন হয়। আবার দৈনন্দিন জীবনে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য (everyday transaction) soft skill-এর প্রয়োজন হয়। জীবনপ্রণালী দক্ষতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে soft skill গুলির উন্নতি সাধন ঘটানো হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে নিরবচ্ছিন্ন এবং ব্যাপক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর life-skill গুলির মূল্যায়নের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং Progress Report-এ তার প্রতিফলন ঘটছে।

সমস্যামূলক শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক শ্রেণি শিখনে সমন্বিতকরণ (Integration) স্বাভাবিকীকরণ (mainstreaming) এবং সংগতিবিধানের (adjustment) জন্য জীবনদক্ষতা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন।

World Health Organisation (WHO) দশটি জীবন-দক্ষতা বা জীবনদক্ষতার নৈপুণ্যের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হল—

(i) Total absence of sight; or

(ii) Visual acuity not exceeding 20/200 (snellen) in the better eye with the correcting lenses; or

(iii) Limitation of the field of vision subtending an angle of 20 degrees or worse."

অর্থাৎ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, তাকেই বলা হবে যখন

(i) ব্যক্তি সম্পূর্ণ দৃষ্টি হীন হবেন।

(ii) ব্যক্তির ভালো চোখে অথবা লেন্স ব্যবহারের পরও ব্যক্তির ভিসুয়াল অ্যাকুইটি 20/200 (ফুট এককে) এর বেশি হবে না।

(iii) ব্যক্তির দৃষ্টি ক্ষেত্র 20° বা তার চেয়ে বেশি হবে না।

(ii) শিক্ষাগত সংজ্ঞা (Educational Definition): মানুষের চোখে দু-রকম দৃষ্টি থাকে—(a) দূরদৃষ্টি (Hyper Metropia) এবং (b) হ্রস্ব দৃষ্টি (Miopia)।

পরিবেশে চলাফেরা করা ও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য দূরদৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন হলেও লেখাপড়া, অঙ্কন, হাতের কাজ প্রভৃতি শিক্ষাগত কাজের জন্য নিকট দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। সে কারণে শিক্ষাগতভাবে আমরা দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা বা অন্ধত্বের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দেব।

- "সেই ব্যক্তিকেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্ধ বলা হয় যার দৃষ্টি এমন ত্রুটিপূর্ণ যে চক্ষু দিয়ে সংবেদন (Sensation) ও প্রত্যক্ষণ (Perception) করা যায় এমন কোনো পদ্ধতিতে তাকে শিক্ষা দেওয়া যায় না" (A blind person is one whose vision is so defective that he can not be educated through visual method)।
- হ্যালাহান এবং কাফম্যান তাঁদের 'Exceptional Children—Introduction to Special Education' বই-এ দৃষ্টিহীনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—"শিক্ষাগত উদ্দেশ্যের দিক থেকে দৃষ্টিহীন তারাই যাদের দৃষ্টিশক্তি এত ত্রুটিপূর্ণ যে তাদের ব্রেইল-এর মাধ্যমে শিখনের ব্যবস্থা করতে হয়। অপর দিকে ক্ষীণদৃষ্টি তারা যারা বিবর্ধক কাচের সাহায্যে সাধারণ অক্ষরে ছাপা পুস্তক অথবা বড়ো অক্ষরে রচিত পুস্তক পড়তে পারে" (For educational purposes the blind are those who are so severely impaired that they must be taught to read by Braille while the partially sighted can read print even though they need to use magnifying devices or books with large print.)।

[B] দৃষ্টিহীন শিশুদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Visually Impaired Children)

অন্ধ শিশুদের শিক্ষা কীরকম হবে তা নির্দিষ্ট করতে গেলে অন্ধ শিশুদের বিকাশের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ শিশুদের বিকাশের পার্থক্যটা আমাদের জানা দরকার।

- **সংবেদনগত বিকাশ (Development of sensation):** অন্ধ শিশুরা যেহেতু চোখের দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত সেজন্য অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে তারা চোখ ছাড়া অন্য জ্ঞানেন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। বিশেষভাবে তারা ত্বকজ সংবেদন বা স্পর্শ সংবেদন (Tactual Sensation)-এর উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, তারা হাত দিয়ে স্পর্শ করে কোনো কিছুর আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করে।
- **দৈহিক বিকাশ (Physical development):** সাধারণ শিশুদের সঙ্গে অন্ধ শিশুদের দৈহিক বিকাশে পার্থক্য নেই বললেই চলে। তবে সঞ্চালনগত বিকাশের ক্ষেত্রে দৃষ্টিহীন শিশুরা কিছুটা পিছিয়ে থাকে। এই পশ্চাৎপদতার কারণ প্রশিক্ষণের অভাব।
- **বুদ্ধির বিকাশ (Development of intelligence):** বিনে (*Binet*)-এর বুদ্ধি অভীক্ষার একটি সংস্করণ স্বাভাবিক ও দৃষ্টিহীনদের উপর একই সঙ্গে প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, স্বাভাবিক শিশুদের থেকে দৃষ্টিহীনরা খুব অল্পমাত্রায় পিছিয়ে থাকে। এই পিছিয়ে থাকা গড় স্কোরের দিক থেকে শতকরা প্রায় 1.5 ভাগ মাত্র।
- **সামাজিক বিকাশ (Social development):** সামাজিক দিক থেকে দৃষ্টিহীন শিশুরা স্বাভবিক শিশুদের থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে থাকে। পিছিয়ে থাকার জন্য মাতা-পিতা-অভিভাবকগণ অনেকাংশে দায়ী। তাঁরা নিরাপত্তার কারণে তাঁদের এই শিশুদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেন না। অন্য স্বাভাবিক শিশুদের সঙ্গে মিশতে দেন না। মেলামেশার সুযোগ না পেয়ে এই ব্যাহত শিশুদের সামাজিক বিকাশ বাধা পায় এবং শিশুরা নিজেদের সঠিক ক্ষমতা কতখানি সে ব্যাপারে সচেতন হয় না।
- **ভাষার বিকাশ (Language development):** ভাষার বিকাশ বা বাচনিক বিকাশ (Language development)-এর ক্ষেত্রে সাধারণ শিশুদের তুলনায় ক্ষীণদৃষ্টি বা দৃষ্টিহীন শিশুরা পিছিয়ে থাকে না বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরা অনেক এগিয়েই থাকে। কেবলমাত্র যেসব ক্ষেত্রে দর্শনগত সংবেদন (Visual sensation) ভাষা বিকাশে সহায়তা করে সেসব ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেই দৃষ্টিহীন শিশুরা স্বাভাবিক শিশুদের থেকে পিছিয়ে থাকে। এ ছাড়া এরা অপেক্ষাকৃত জোরে কথা বলতে চায় অথচ ধীরগতিতে কথা বলে।

বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে শিক্ষাবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন দৃষ্টিহীন শিশুদের মানসিক ও দৈহিক দিক থেকে যে সামান্য দুর্বলতা আছে, উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্যে সেই দুর্বলতা দূর করা সম্ভব।

[C] দৃষ্টিহীন ব্যক্তিদের শ্রেণিবিভাগ (Classification of the Visually Impaired Persons)

আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবং RCI-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনটি ভাগ আছে। যথা—

(i) সম্পূর্ণ অন্ধ
(ii) উভয় চোখে ভিশুয়াল অ্যাকুইটি 20/200-র বেশি নয়
(iii) দৃষ্টিক্ষেত্র 20 ডিগ্রির কম।

উপরের শ্রেণিবিভাগটি আইনগত প্রেক্ষিতে করা হয়েছে। এই শ্রেণিবিভাগে শিক্ষাগত কার্যকলাপ চালাতে শিক্ষাবিদগণ অতটা উৎসাহী নন। তাঁরা ভিশুয়াল অ্যাকুইটির সঠিক পরিমাপ অপেক্ষা শিক্ষাদান এবং গ্রহণ ক্ষেত্রে কার্যকারিতার নিরিখে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের শ্রেণিকরণে উৎসাহী। এক্ষেত্রে ***Barraga*** ও ***Erin*** (1992) প্রদত্ত শ্রেণিকরণটি খুব কার্যকরী। তাঁদের মতে তিনটি শ্রেণি—

- **দৃষ্টি প্রতিবন্ধী (Visually handicapped):** যাদের দৃষ্টিজনিত সমস্যার জন্য বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন (The total group of children who require special educational provisions because of visual problems)।
- **অন্ধ (Blind):** যাদের দৃষ্টিক্ষমতা একেবারে নেই বা কেবল আলোর অনুভূতি আছে কিন্তু আলো কোন্ দিক থেকে প্রক্ষেপিত হচ্ছে তার অনুভূতি নেই (Having either no vision or, almost, light perception (the ability to tell light from dark) but no light projection (the ability to identify the direction from which light comes).
- **ক্ষীণ দৃষ্টি (Low vision):** সীমাবদ্ধ দৃষ্টিক্ষমতা কয়েক ফুট দূরত্বেই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টি আলো, কাজ এবং ব্যক্তি প্রকৃতি/বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্ন যার জন্য বেশি আলো, বড়ো হরফ, বড়ো ছাপা, বস্তুর আকার/দূরত্ব কাজ করে (Limited distance vision but some useful near vision at a range of several feet; function varies with light, task and personal characteristics; adjustment are possibly necessary in lighting, size of print or objects and distance).

Barraga এবং ***Erin***-এর উপরোক্ত বিবরণকে স্বীকৃতি দিয়ে শিক্ষাবিদগণ 'দৃষ্টি প্রতিবন্ধী'-র ছাতার (Umbrella term) তলায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের দুটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন—

1. **অন্ধ শিশু (Blind Children):** একদল সম্পূর্ণ দৃষ্টি ব্যাধিগ্রস্ত শিশু যাদের শিক্ষার জন্য ব্রেইলি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের (শ্রবণ, স্পর্শজনিত) ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজন (এরা সম্পূর্ণ অন্ধ বা প্রায় অন্ধ)।

2. **স্বল্প দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু (Children with Low Vision):** এরা হল আংশিক দৃষ্টি ব্যাধি সম্পন্ন শিশু যারা ওই স্বল্প দৃষ্টিকেই শিক্ষা/শিখনের জন্য প্রধান হাতিয়ার করে। এরা অস্পষ্ট দেখে, চোখের সামনে পর্দা/কুয়াশা ভাব থাকতে পারে, খুব কাছের জিনিস ছাড়া দেখতে পায় না, রাতকানাও হতে পারে। এদের জন্য বড়ো বড়ো হরফে ছাপা তথ্যসম্ভার কাজে লাগতে পারে।

Lowenfeld* কর্তৃক শিক্ষাগত শ্রেণিবিভাগ:** মনোবিদ **বার্থোল্ড লোয়েনফেলড্** (Berthhold Lowenfeld***) চার শ্রেণির শিশু বা ব্যক্তিকে শিক্ষাগত দিক দিয়ে অন্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

1. জন্মগত কারণে বা পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে যারা সম্পূর্ণভাবে অন্ধ হয়েছে। এদের দেহগত অক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এক হওয়ায় এক শ্রেণিতেই রাখা হয়েছে। এই অন্ধত্বকে ইংরেজিতে বলে Congenial blindness।
2. পাঁচ বছর বয়সের পর কোনো কারণে যারা সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে। এদের সঙ্গে পূর্বের শ্রেণির তফাত হচ্ছে এরা পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে তাদের যে দর্শনজনিত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার সাহায্য নিয়ে ভবিষ্যৎ অভিজ্ঞতা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুটা কাজে লাগাতে পারে।
3. জন্মগতভাবে যারা আংশিক দৃষ্টিহীন। এদের অন্ধত্বকে ইংরেজিতে বলে Congenial partial blindness।
4. আর একটি অন্ধ শিশুদের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। এরা জন্মগতভাবে স্বাভাবিক থাকার পর কোনো কারণে আংশিক অন্ধ হয়েছে। এদের অন্ধত্বকে বলে পরবর্তীকালে অর্জিত আংশিক অন্ধত্ব Acquired partial blindness।

[D] দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার কারণসমূহ (Causes of Visual Impairment)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার জন্য বিভিন্ন কারণ বর্তমান। এগুলি হল জিন ও বংশগত কারণসমূহ, সামাজিক-মানসিক-প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণসমূহ।

সমস্ত প্রধান কারণসমূহ এখানে লিপিবদ্ধ করা হল।

1. বংশগত কারণ বলতে শিশুর জন্মের সময় জিনবাহিত যে বংশগতি নিয়ে জন্মায় তার কিছু ত্রুটি।
2. গর্ভবতী মায়েদের গর্ভাবস্থায় যত্নের ত্রুটিজনিত কারণ, অর্থাৎ খাদ্যের অভাব, অপুষ্টি, তীব্র প্রতিক্রিয়াজনিত ওষুধ সেবন, দুরারোগ্য ব্যাধি, অস্বাভাবিক মানসিক চাপ, গর্ভাবস্থায় অস্বাস্থ্যকর মনোসামাজিক, পরিবেশ জীবন নির্বাহজনিত কারণসমূহ।
3. পূর্ণ অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই শিশুর (Pre-mature baby) জন্মদান। অ্যানাসথেটিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির Disinfection-এর ত্রুটিজনিত কারণ।

4. শিশুর জন্মের পরবর্তী পরিবেশ বাঁচার জন্য প্রতিকূল হলে, শিশু অনাহার ও অপুষ্টিতে ভুগলে দৃষ্টিজনিত সমস্যা হতে পারে।
5. স্নল পক্স, চিকেন পক্স, হাম ইত্যাদিতে ভোগা।
6. চোখের বিভিন্ন রোগ ও তার সংক্রমণজনিত কারণ। যেমন—চালসে দৃষ্টি, হাইপার মেট্রোপিয়া, মায়োপিয়া, ছানি, গ্লুকোমা, রেটিনাল ডিটাচমেন্ট, অপটিক টিউমরস্ ইত্যাদি।
7. চোখ ভালো থাকার জন্য যে ভিটামিন (A) এবং অন্যান্য পুষ্টিজনিত উপাদান থাকা প্রয়োজন তার অভাব।
8. টিউমার, ক্যানসার, চর্মরোগ, টাইফয়েড, এইড্স, ম্যালেরিয়া, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগের কু-প্রভাব।
9. কাজের জায়গায় এবং বিশেষ করে লিখন/পঠন ইত্যাদি সময়ে সঠিক ভঙ্গিতে বসা বা না থাকার কারণে।
10. ত্রুটিপূর্ণ আলো যেমন, আবছা আলো, জোরালো আলো, অতি রঙিন আলোতে কাজ করার কু-প্রভাব। আজকাল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, রেডিয়ো অ্যাকটিভ দ্রব্য ও আলো নিয়ে কাজ করা, অতিরিক্ত টিভি দেখা এবং কম্পিউটার নিয়ে কাজ করাও অন্যতম কারণ।
11. দৈনন্দিন বাড়ির বা অফিসের কাজে যেখানে চোখের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন তা অবহেলা করার কারণে।
12. দুর্ঘটনাজনিত কারণ যা চোখের যে-কোনো অংশের ক্ষতি করে।
13. ড্রাগ আসক্তি, মদে আসক্তি, স্নায়বিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে এমন জিনিসে আসক্তি।
14. পরিবেশের ধুলো, ধোঁয়া, দূষণের কু-প্রভাব ইত্যাদি।

[E] দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধের উপায়সমূহ (Preventive Measures of Visual Impairment)

"Prevention is better than cure"—এই কথাটি মাথায় রেখে নিম্নলিখিত উপায়গুলি গ্রহণ করলে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা অনেকটা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

1. গর্ভবতী মা যেন নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করেন।
2. গর্ভবতী মায়ের সংক্রামক রোগের চিকিৎসা।
3. শিশু যাতে অপুষ্টিতে না ভোগে এবং শরীরে পর্যাপ্ত ভিটামিন 'A' থাকে তা দেখা।
4. শিশুর নিয়মিত টীকাদান।
5. ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্ক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ রক্ত শ্রেণিবিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বিবাহদান নিষিদ্ধকরণ।
6. কোনো চিকিৎসক বা নার্সের তত্ত্বাবধানে শিশুর জন্মদান নিশ্চিত করা।
7. শিশুকে কোনো দুর্ঘটনা বা আঘাত থেকে রক্ষা করা।

8. চোখে বাইরের কোনো বিষাক্ত পদার্থের সংক্রমণ বা লোহার কুচি, পাথর কণা প্রবেশের কারণে বা চোখে কোনো ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করলে বা চোখ অস্বাভাবিক লাল হলে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ।
9. জন্ম-পূর্ববর্তী সময়ে মায়ের এক্সরে, অতিমাত্রায় ওষুধ সেবন, জন্মকালীন সময়ে শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি কারণে শিশু দৃষ্টি প্রতিবন্ধী হতে পারে—এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
10. শিশুর দৃষ্টিশক্তি কখনও কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হলে অবশিষ্ট দৃষ্টিশক্তিকেই ভালোভাবে ব্যবহার করতে হবে।
11. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা জয়ে সাহায্য করার জন্য শিক্ষক, পিতামাতা, সমাজ এগিয়ে আসবেন। চোখ সম্বন্ধে সাধারণ সতর্কবার্তা দেবেন।

3.1.2 শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা (Hearing Impairment)

[A] ধারণা, সংজ্ঞা (Concept, Definition)

যারা কানে শুনতে পায় না তাদের বলা হয় কালা বা বধির (Deaf)। কিছু কিছু শিশু আছে যারা জন্মগতভাবে শ্রবণ যন্ত্রের ত্রুটি নিয়ে জন্মায়। এরা কানে শোনে না। আবার যেসব শিশু জন্মগতভাবে কানে শুনতে পায় না তারা কথা বলতেও শেখে না অর্থাৎ তাদের বাচনিক বিকাশ (Speech development)-ও হয় না। কারণ মানুষ কথা বলতে শেখে বড়োদের কথা শুনে তাদের অনুকরণের মাধ্যমে। শ্রবণশক্তিহীনতার জন্য তাদের ভাষার বিকাশ (Language development) হতেই পারে না। এই কারণে জন্মগতভাবে যারা বধির (Deaf) তারা জন্মগতভাবে মূক বা বোবা (Dumb) হয়।

মনোবিদ **অ্যালিস স্ট্রেঞ্জ** বলেছেন—"জন্ম থেকে যে শিশু শ্রবণশক্তিহীন হয়ে জন্মেছে অথবা যে শিশু এই ক্ষমতা হারিয়েছে প্রাক্-শৈশবে বাচনিক ভঙ্গি অর্জন করা এবং ভাষার বিকাশের আগেই তাকে বলা হয় বধির" (A child who is born with little or no hearing or who has suffered the loss early in infancy before speech and language patterns are acquired is said to be deaf)। এই শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই বোবা হয়।

যে শিশু জন্মাবার পর প্রথম দুই বা তিন বছরের মধ্যে শ্রবণশক্তিহীনতায় ভোগে এবং স্বাভাবিক কারণেই এই সময়ের মধ্যে যারা ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে পারে না তাদের বধির বলে বিবেচনা করা হয় (The child who suffers a hearing loss in the first two or three years of life and as a consequence does not acquire language naturally is considered deaf)।

অন্যদিকে ভাষাজ্ঞান হওয়ার পর শব্দকে সঠিকভাবে নির্ধারণ করার সব সামর্থ্য যাদের লোপ পায় অথচ কথা বোঝা যায় তাদের বলা হয় আংশিক বধির বা কানে খাটো

[B] শিখনে অক্ষমদের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Learning Disabled)

1. শিখনে অক্ষম শিশু বহুবিধ কারণে গভীর শিখন সমস্যায় ভোগে।
2. এইসব শিশুদের ভাষা জ্ঞান অর্জন ও ব্যবহারে (শোনা, কথা বলা, পঠন, লিখন ইত্যাদি), গাণিতিক ক্ষমতা প্রয়োগ অথবা সামাজিক দক্ষতা অর্জনে অসুবিধায় পড়তে হয়।
3. শিখনে অক্ষম শিশুদের কোনো ক্ষেত্রে অতি সক্রিয় আচরণ (Hyperactivity) আবার কোনো ক্ষেত্রে মনোযোগের বিক্ষিপ্ততা প্রকাশ পায়। এইরকম আচরণ বৈশিষ্ট্যকে এখন এককথায় Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) নামে চিহ্নিত করা হয়।
4. শিখনে অক্ষম শিশুদের মধ্যে আবেগ প্রবণতা (Impulsivity) লক্ষ করা যায়। এই আবেগ প্রবণতার কারণে সমাজ চাহিদার সঙ্গে দ্বন্দ্ব (Conflict)-এর জন্ম দিতে পারে।
5. শিখনে অক্ষম শিশুদের বোধগম্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত স্বতশ্চলন ক্রিয়া (Perceptual motor deficit) সমস্যা হতে পারে যা ছবি আঁকা, লেখা, জ্যামিতি অঙ্কন, যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়ায় সমস্যা সৃষ্টি করে।
6. অধিকাংশ শিখনে অক্ষম শিশু প্রাক্ষোভিক পরিবর্তনশীলতায় (Emotional problems) ভোগে। তাদের অনেক সময় অতিরিক্ত চিন্তিত, ভাবপ্রবণ বলে মনে হয়।
7. শিখনে অক্ষম শিশুদের এই অক্ষমতার প্রকাশ তাদের দৈহিক গঠন, বৌদ্ধিক মাত্রা (IQ), সাধারণ বুদ্ধি, সুস্থ সংবেদন অঙ্গ ইত্যাদি দেখে অনেক সময় বোঝা যায় না।
8. এরা অবশ্যই কোনো না কোনো শিখন ক্ষেত্রে অক্ষমতায় ভোগে এবং অঙ্গহানির মতো সমান কষ্ট পায়।
9. এই অক্ষমতা তাদের সম্ভাবনা শক্তি এবং অর্জিত শিখন দক্ষতার মধ্যে বিশাল পার্থক্য রচনা করে।
10. এরা অনেকেই দ্ব্যর্থক স্নায়বিক আচরণ (Equivocal neurological signs) এবং EEG irregularities প্রকাশ করে।
11. এদের স্মৃতি, চিন্তন, মনোযোগ, প্রত্যক্ষণ, সাধারণ সমন্বয়ন, স্বতশ্চল কার্যকলাপে বিক্ষিপ্ততা লক্ষ করা যেতে পারে।
12. এইসব শিশুদের মূল সমস্যা সুনির্দিষ্ট শিখন অক্ষমতা ও বোধগম্যতার সমস্যার মধ্যে নিহিত আছে।
13. শিখন অক্ষমতার চিহ্ন হিসেবে এদের মধ্যে দেখা যায়—প্রেষণার অভাব, অমনোযোগ, সামান্যীকরণে ব্যর্থতা, সমস্যা সমাধান, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং চিন্তনে অক্ষমতা।

14. শিখনে অক্ষম শিশুর স্বাভাবিক বুদ্ধি থাকলেও লিখন, পঠন, গণিত ইত্যাদির কোনো একটি ক্ষেত্রে অক্ষমতার প্রকাশ ঘটতে পারে।
15. এদের শিখন অক্ষমতা এতই ব্যাপক যে, তাদের শিখন সমস্যা সমাধানে বা অক্ষমতার নিরসনে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং অক্ষমতার প্রতিকারে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

(C) শিখনে অক্ষমতার শ্রেণিবিভাগ (Classification of the Learning Disabilities)

1. **শিক্ষাগত অক্ষমতা (Academic Disabilities)**
   - পঠনগত অক্ষমতা [Reading Disorder (Dyslexia)]
   - লিখিতভাবে প্রকাশে অক্ষমতা [Disorder of Written Expression (Dysgraphia)]
   - গাণিতিক অক্ষমতা [Mathematics Disorder (Dyscalculia)]

2. **সঞ্চালনগত দক্ষতা এবং সমন্বয়নে সমস্যা (Problems with Motor Skills and Co-ordination)**
   - সমন্বয়গত সঞ্চালনে সমস্যা (Difficulties with co-ordination movement)
   - ইন্দ্রিয়জাত তথ্য প্রক্রিয়াকরণে সমস্যা (An inability to process sensory information effectively)
   - Motor Dyspraxia (নির্বাচন করা, পরিকল্পনা করে সাজানো তারপরে সম্পাদন করায় অসুবিধা—Difficulties with choosing, planning sequencing and then executing movement)

3. **সংযোগে অক্ষমতা (ভাষা) (Communication Disorders—Language)**
   - ভাষায় প্রকাশে অক্ষমতা (Expressive Language Disorders): এই ধরনের অক্ষমতাসহ শিশুরা অপরের ভাষা বুঝতে পারে কিন্তু নিজের ভাব সঠিকভাবে অপরের কাছে প্রকাশ করতে পারে না।
   - অন্যের ভাষা বোঝা এবং নিজের ভাষা প্রকাশে অক্ষমতা (Mixed Receptive Expressive Disorder)
   - Phonological Disorder
   - Stuttering (সমন্বয়হীন বাধো-বাধো কথা)

4. **মনোযোগে অসুবিধা এবং অতিসক্রিয়তা (Attention Deficit and Hyperactivity)**

[D] শিখনে অক্ষমতার কারণসমূহ (Causes of Learning Disabilities)

শিখন প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. বংশগত কারণ (Genetic or heridity factors)
2. অঙ্গসংস্থানগত কারণ (Organic or Physiological factors)
3. পরিবেশগত কারণ (Environmental factors)

1. বংশগত কারণ (Genetic or Heredity Factors): অনেক সময়ই দেখা যায় শিখন অক্ষমতা বংশপরম্পরায় চলছে। 20 থেকে 25 শতাংশ অতিসক্রিয় আবেগপ্রবণ শিশুর মধ্যে প্রায় 1 শতাংশের অক্ষমতার কারণ হল বংশগতি। পরিবারের কারও Dyslexia থাকলে পরের জেনারেশনেও তা সংক্রামিত হতে দেখা গেছে। এইরকমই চিন্তন প্রক্রিয়া, বাক্যগঠন, বচন ইত্যাদিতেও বংশগতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

2. অঙ্গসংস্থানগত কারণ (Organic or Physiological Factors): দেখা গেছে যে শিখন প্রতিবন্ধী বহু শিশুর প্রতিবন্ধকতার কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের (মেরুদণ্ড, মস্তিষ্ক এবং বার্তাবহ স্নায়ু দিয়ে যা গঠিত) অক্ষমতা (Disfunction of central nervous system)। এই অক্ষমতার কারণগুলি হল—

(i) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ/আঘাত
(ii) অক্সিজেনের অভাব
(iii) মেরুদণ্ড এবং বার্তাবহ স্নায়ুতে আঘাত, ক্ষতিকারক রং মেশানো খাবার অত্যধিক গ্রহণে অতিসক্রিয়তা, আবেগ প্রবণতা, উত্তেজনা যা স্নায়ুর ক্ষতি করে।
(iv) গর্ভবতী মহিলা বা জন্মের পর শিশু অতিরিক্ত মাত্রায় উত্তেজক ওষুধ/পানীয় সেবন করলেও শিশুর স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে।
(v) শিশু ডায়াবেটিস, মেনিনজাইটিস, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, পেডিয়াট্রিক এইডস ইত্যাদিতে আক্রান্ত হলেও স্নায়ুতন্ত্রের কাজের ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

3. পরিবেশগত কারণ (Environmental Factors): পরিবেশগত কারণ শিখন অক্ষমতার ক্ষেত্রে মূল ও প্রধান কারণ না হলেও এটি শিখনের পশ্চাৎপদতায় অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত। এগুলি হল—

(i) গর্ভকালীন অবস্থায় ভ্রূণের মাতৃগর্ভে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ পরিবেশ না পাওয়া।
(ii) অপরিণত অবস্থাতেই প্রসব এবং প্রসবের সময় এবং ঠিক তার পরবর্তী সময়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।
(iii) গর্ভবতী মায়ের রুবেলা সংক্রমণ।
(iv) জন্মকালীন সময়ে শিশুর মস্তিষ্কে আঘাত।
(v) সঠিক সময়ে চিকিৎসা বা যত্নের অভাবে শিশুর শ্রবণ, দর্শন, রুচি, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি না হলে শিশু শিখনে অক্ষম হতে পারে।

(vi) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে পরিবারের প্রাক্ষোভিক সমর্থন শিশুকে না দিলে তার মধ্যে একধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, যা শিক্ষাক্ষেত্রে শিখন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে।

(vii) শিক্ষালয়ে অনুপযুক্ত শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষা পরিবেশ শিশুকে শিখন প্রতিবন্ধকতার দিকে ঠেলে দিতে পারে।

(viii) সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বঞ্চনা।

(ix) উত্তেজক ওষুধ সেবন।

[E] নির্দিষ্ট শিখন অক্ষমতা প্রতিরোধের উপায়সমূহ (Preventive Measures of Specific Learning Disabilities)

প্রতিরোধ এবং প্রতিকার সমার্থক নয়। প্রতিরোধ বলতে বোঝায় কোনো কিছু যাতে না ঘটে তার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা। আমরা এ ব্যাপারে বিখ্যাত প্রবচন 'Prevention is better than cure' কথাটি মনে রাখব। সে কারণে এক্ষেত্রে যা করতে হবে তা হল শিখন প্রতিবন্ধকতা যে যে কারণে ঘটে সেগুলিকে প্রতিহত করা। এর মধ্যে আছে—

(i) পরিবারের কারও Dyslexia থাকলে পরবর্তী জেনারেশনে তা সংক্রামিত হতে পারে। মাতাপিতার Dyslexia নিবারণে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

(ii) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ/আঘাতের থেকে শিশুকে রক্ষা করা উচিত।

(iii) জিনগত স্নায়বিক কোনো ত্রুটি থাকলে ব্যবস্থা নিতে হবে।

(iv) টারনার সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হলে তার ব্যবস্থা নিতে হবে।

(v) গর্ভবতী মাকে রুবেলা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে।

(vi) উচ্চ মাত্রায় ওষুধ সেবন থেকে বিরত করতে হবে।

(vii) প্রসবকালীন অসুবিধা রোধ করতে হবে।

(viii) নবজাতকের অক্সিজেনের অভাব ঘটলে চলবে না।

(ix) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বঞ্চনা থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে।

(x) পরিবার ও শিক্ষালয়ের থেকে সমবেদনা থাকতে হবে।

শিখন প্রতিবন্ধকতা একধরনের লুক্কায়িত প্রতিবন্ধকতা যা প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয় আঙিনায় প্রবেশের আগে বোঝাই যায় না। বুদ্ধির মাত্রা স্বাভাবিক থাকলেও শিক্ষাক্ষেত্রে খারাপ ফল করা শিখন প্রতিবন্ধকতার অন্যতম লক্ষণ হতে পারে। শিখন প্রতিবন্ধী শিশুরা অবশ্যই বিশেষ চাহিদাযুক্ত শিশু (Children with Special Needs—CWSN) বলে বিবেচিত হতে পারে। এইরকম শিশুদের তাদের ব্যর্থতা নিরসনে অবশ্যই সর্বোত্তম প্রতিকার পন্থা গ্রহণ করা উচিত। এটা করা যাবে শিখনে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যক্তি ও পর্যাপ্ত পরিকাঠামোগত সাহায্য নিয়ে।

অপরিহার্য। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার সঠিক রূপ দিতে পরিবারের যত্নদানকারীগণ (Care Givers)-কে শিক্ষিত করে তোলা দরকার।

শিক্ষাব্যবস্থায় জড়িত ব্যক্তিগণের প্রশিক্ষণ (Training Within the Education System)

শিক্ষাব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিকে ধারণাটিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে এবং সমর্থন করতে হবে। অন্তর্ভুক্তি শিক্ষার সাফল্যের জন্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রশিক্ষণ এবং পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রয়োজন হয়। এ কারণে প্রশাসক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক, মন্ত্রী পরিচালক, স্থানীয় প্রশাসন, জেলা কর্তৃপক্ষ, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণকে এই অন্তর্ভুক্তির নীতি ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

নীতি পরিবর্তন (Policy Changes)

ঐকান্তিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সরকারি দায়বদ্ধতা অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা সৃজনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। নীতি প্রণেতাগণকেও এ সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবহিত হতে হবে। জাতীয় পর্যায়ে এই নীতিকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারলেই শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি সামগ্রিকভাবে সহজতর হবে। এই অন্তর্ভুক্তি তাৎপর্যমণ্ডিত হবে যদি একে 'সকলের জন্য শিক্ষা' (Education of all) এই দর্শনের অঙ্গীভূত করা যায়।

প্রশ্নোত্তরে অনুশীলনী

অতি-সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন — মান: 2

▶ **দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আইনগত সংজ্ঞা দিন। (Give a legal definition of visually impaired persons.)**

Ans. যে সমস্ত ব্যক্তির সবচেয়ে ভালো চোখে বা লেন্স ব্যবহারের পরও দর্শনীয় প্রধান অঞ্চলের স্পষ্ট দৃষ্টি 20/200 বা তারও কম অথবা ব্যক্তির ভিশুয়াল আকুইটি 20/200-এর বেশি কিন্তু ব্যক্তির ভালো চোখের দৃষ্টির ক্ষেত্র 20-এর বেশি না তাদের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বলা হবে।

এখানে 20/200 বলতে বোঝায় একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি 200 ফুট দূর থেকে যে বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পান, একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তা সর্বাধিক মাত্র 20 ফুট দূরত্ব থেকে ওইরূপ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। মিটার এককে এই অনুপাত হবে 6/60।

▶ **দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার শিক্ষাগত সংজ্ঞা দিন। (Give an educational definition of visual impairment.)**

Ans. "সেই ব্যক্তিকেই দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বা অন্ধ বলা হয় যার দৃষ্টি এমন ত্রুটিপূর্ণ যে চক্ষু দিয়ে সংবেদন (Sensation) ও প্রত্যক্ষণ (Perception) করা যায় এমন কোনো পদার্থের

তাকে শিক্ষা দেওয়া যায় না" (A blind person is one whose vision is so defective that he can not be educated through visual method)।

▶ **দৃষ্টিহীনদের কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় ও কী কী? (How many types of visually impaired person and what are they ?)**

Ans. আমেরিকান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এবং RCI-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনটি ভাগ আছে। যথা—

(i) সম্পূর্ণ অন্ধ
(ii) উভয় চোখে ভিশুয়াল অ্যাকুইটি 20/200-র বেশি নয়
(iii) দৃষ্টিক্ষেত্র 20 ডিগ্রির কম।

▶ **স্পল্প দৃষ্টিসম্পন্ন শিশু কাদের বলে? (Who are called children with low vision ?)**

Ans. এরা হল আংশিক দৃষ্টি ব্যাধি সম্পন্ন শিশু যারা ওই স্বল্প দৃষ্টিকেই শিক্ষা/শিখনের জন্য প্রধান হাতিয়ার করে। এরা অস্পষ্ট দেখে, চোখের সামনে পর্দা/কুয়াশা ভাব থাকতে পারে, খুব কাছের জিনিস ছাড়া দেখতে পায় না, রাতকানাও হতে পারে। এদের জন্য বড়ো বড়ো হরফে ছাপা তথ্যসম্ভার কাজে লাগতে পারে।

▶ **দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার দুটি কারণ লিখুন। (Write two causes of visual impairment.)**

Ans. দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতার দুটি কারণ হল—

1. বংশগত কারণ বলতে শিশুর জন্মের সময় জিনবাহিত যে বংশগতি নিয়ে জন্মায় তার কিছু ত্রুটি।
2. গর্ভবতী মায়েদের গর্ভাবস্থায় যত্নের ত্রুটিজনিত কারণ, অর্থাৎ খাদ্যের অভাব, অপুষ্টি, তীব্র প্রতিক্রিয়াজনিত ওষুধ সেবন, দুরারোগ্য ব্যাধি, অস্বাভাবিক মানসিক চাপ, গর্ভাবস্থায় অস্বাস্থ্যকর মনোসামাজিক, পরিবেশ জীবন নির্বাহজনিত কারণসমূহ।

▶ **শ্রবণ প্রতিবন্ধকতা বলতে কী বোঝেন? (What do you mean by hearing impairment?)**

Ans. মনোবিদ অ্যালিস স্ট্রেঞ্জ বলেছেন—"জন্ম থেকে যে শিশু শ্রবণশক্তিহীন হয়ে জন্মেছে অথবা যে শিশু এই ক্ষমতা হারিয়েছে প্রাক্-শৈশবে বাচনিক ভঙ্গি অর্জন করা এবং ভাষার বিকাশের আগেই তাকে বলা হয় বধির" (A child who is born with little or no hearing or who has suffered the loss early in infancy before speech and language patterns are acquired is said to be deaf)। এই শিশুরা স্বাভাবিকভাবেই বোবা (Dumb) হয়।

▶ মানব কর্ণের প্রধান কয়টি অংশ ও কী কী? **(How many main parts of human ear and what are they ?)**

Ans. গঠনগত দিক থেকে মানবকর্ণকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়—(i) বহিঃকর্ণ (Outer or External Ear), (ii) মধ্যকর্ণ (Middle Ear) এবং (iii) অন্তঃকর্ণ (Inner Ear)।

▶ 'শিখন অক্ষমতা'র আধুনিক সংজ্ঞা দিন। **(Give the today's definition of learning disability.)**

Ans. বিশেষ শিখন অক্ষমতা বলতে শিক্ষার্থীর শিখন ও বোধের অক্ষমতাকে বোঝায় যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিটি শিশুর জন্য অন্তর্নিহিত ও মৌলিক। এই অক্ষমতা একান্তভাবে নির্দিষ্ট যা শিক্ষার্থীর কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোনো শিখন ও সম্পাদনগত সমস্যা সমাধানে অসাফল্যকে বোঝায়। এই শিখন অক্ষমতার অন্যান্য দৈহিক ও মানসিক আচরণগত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে এক যোগে দেখা দিতে পারে। তবে এই শিখন অক্ষমতা ওই সমস্ত মূল প্রতিবন্ধকতা (যেমন মানসিক পশ্চাৎপদতা, আচরণগত সমস্যা, প্রাথমিক সংবেদনগত অক্ষমতা ইত্যাদি)-র প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফল নয়।

▶ শিক্ষাগত অক্ষমতা কয় প্রকার ও কী কী? **(How many types of learning disabilities and what are they ?)**

Ans. শিক্ষাগত অক্ষমতা তিন প্রকার। যেমন—

- পঠনগত অক্ষমতা [Reading Disorder (Dyslexia)]
- লিখিতভাবে প্রকাশে অক্ষমতা [Disorder of Written Expression (Dysgraphia)]
- গাণিতিক অক্ষমতা [Mathematics Disorder (Dyscalculia)]

▶ শিখনে অক্ষমতার কারণগুলি কী? **(What are the causes of learning disabilities ?)**

Ans. শিখন প্রতিবন্ধকতার কারণগুলি প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়—

1. বংশগত কারণ (Genetic or heridity factors)
2. অঙ্গসংস্থানগত কারণ (Organic or Physiological factors)
3. পরিবেশগত কারণ (Environmental factors)

▶ যোগাযোগের প্রকার কটি? কী কী? **(What are the types of communication? What are they?)**

Ans. মানুষের যোগাযাগের উপায় হচ্ছে প্রধানত দু-প্রকার:

1. *অবাচনিক যোগাযোগ (Non-language or Non-verbal Communication)*
   - দৈহিক অঙ্গভঙ্গি (Body Postures)
   - মুখের ভঙ্গি (Facial Expression)

প্রাথমিক নির্ধারণ/নিরূপণে কেস হিস্ট্রি নেওয়া, শিশুর শারীরিক পরীক্ষা, প্রাক্-বিদ্যালয় অবস্থা নিরূপণ, বিদ্যালয় শিখন ও উত্তর বিদ্যালয় শিখনে সংগতিবিধান কতটা তা যাচাই করা হয়। অ্যাসেসমেন্ট বাছাই করা, ঠিকমতো স্থানে স্থাপন এবং হস্তক্ষেপমূলক কর্মসূচি রূপায়ণে কাজে লাগে।

▶ **ভাইনল্যান্ড সোশাল ম্যাচুরিটি স্কেল কী? (What is Vineland Social Maturity Scale ?)**

Ans. ভাইনল্যান্ড সামাজিক পরিণমন পরিমাপক স্কেল (VSMS) হল অপ্রক্ষিপ্ত (Non-projective) ব্যক্তিত্ব পরিমাপক স্কেল। এটি মানসিক রোগগ্রস্তদের জন্য প্রস্তুত হলেও স্বাভাবিক ব্যক্তিদের সামাজিক দক্ষতা নিরূপণেও প্রয়োগ করা হয়। এটির উদ্ভাবক হলেন আমেরিকান মনোবিদ ***Edgar Arnold Doll***। তিনি 1935 খ্রিস্টাব্দে এটি প্রকাশ করেন। এটি হল একটি উত্তম মনোসামাজিক প্রশ্নোত্তরিকা (A quality psychometric questionnaire) যা সংগতিপূর্ণ আচরণ (Adaptive behaviour)-এর পরিমাপ করে।

▶ **DDST কী? (What is DDST ?)**

Ans. ডেনভার ডেভেলপমেন্ট স্ক্রিনিং টেস্ট যা সাধারণভাবে Denver Scale নামে পরিচিত। তার উদ্ভাবক হচ্ছেন ***William K Frankenburg***। 1967 খ্রিস্টাব্দে ***Josiah B Dobbs***-এর সঙ্গে তিনি এটা প্রচারে নামেন। অভীক্ষাটি Denver Developmental Materials নামে Denver Colorado-র একটি সংস্থা বাণিজ্যিকরণ করেন। সেইজন্যই এই অভীক্ষার এমন নামকরণ।

▶ **DENVER II কী? (What is DENVER II ?)**

Ans. Denver II (1992) হল DDST (1967)-এর সংশোধিত আধুনিক সংস্করণ। উভয় অভীক্ষাই চিকিৎসক, শিক্ষক, অতি অল্পবয়সি শিশুদের সেবাদানকারী ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যবহারোপযোগী করে তৈরি। এটি একেবারে শিশু (Infants) এবং প্রাক্-বিদ্যালয় পর্যায় শিশুদের (Pre-school aged children) বিকাশ নির্ধারণে প্রয়োগযোগ্য। এই পদ্ধতি চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সেইসব শিশুদের চিহ্নিত করতে এবং আরও গভীরে গিয়ে নির্দিষ্ট সমস্যা অনুধাবনে সাহায্য করে যার নিরাময় দরকার।

▶ **DENVER II কী কাজে ব্যবহার করা হয়? (What is the use of DENVER II ?)**

Ans. অভীক্ষাটি 4 ধরনের কাজ নিরীক্ষণে ব্যবহার করা হয়—

- ব্যক্তিগত ও সামাজিক (Personal and Social)—যেমন হাসা (Smiling)
- সূক্ষ্ম সঞ্চালনমূলক ও অভিযোজনমূলক—যেমন grasping, drawing.
- সাধারণ সঞ্চালনমূলক কাজ (Walking)
- ভাষা—যেমন শব্দজোড়া।

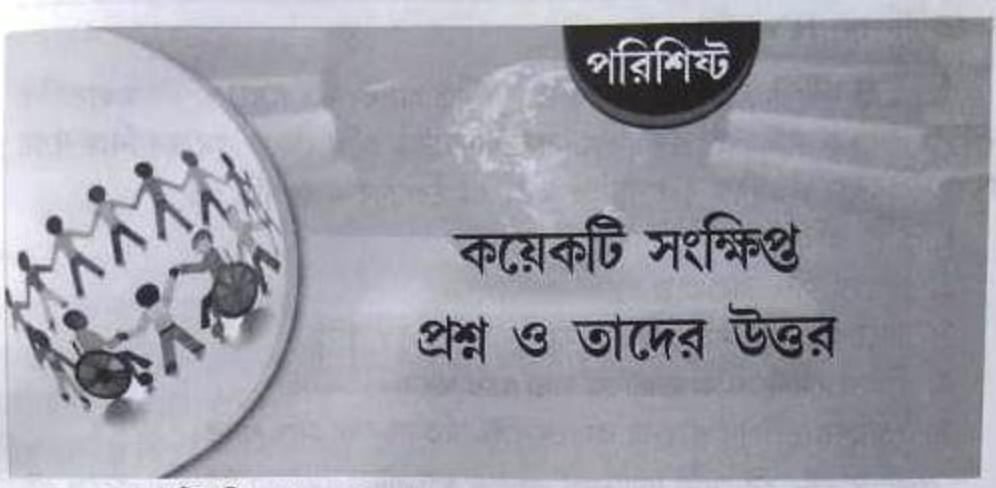

পরিশিষ্ট

কয়েকটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও তাদের উত্তর

1. ত্বরণ বা গতিবৃদ্ধি (Acceleration)

উত্তর : এটি হল বুদ্ধিদীপ্ত বা মেধাবী শিশুদের জন্য বিশেষ এক শিক্ষা ব্যবস্থা। এখানে একটি শিশুকে তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা দেওয়া হয়। ত্বরণের কয়েকটি পরিচিত পদ্ধতি হল:

1. স্কুলে শীঘ্র ভরতি করা (Early admission in school)
2. ধাপ অতিক্রম (Grade Skipping)
3. টেলিস্কোপিং পদ্ধতি (Telescoping Method)
4. শীঘ্র কলেজে ভরতি (Early college admission)

এই পদ্ধতিগুলিতে বুদ্ধিদীপ্ত শিশুর লেখাপড়ার অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। তারা নিজেদের ক্ষমতামতো শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে। এর ফলে শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ অটুট থাকে।

2. অটিজম (Autism)

উত্তর : অধ্যাপক লিও ক্যানার (***Leo Kanner***) প্রথম এই রোগটিকে চিহ্নিত করেন। মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি অটিজমে আক্রান্ত হয়। প্রতি 10,000 শিশুর মধ্যে 1-2 জন অটিজমের শিকার হয়। অটিজম একটি বিকাশগত প্রতিবন্ধিতা। প্রথম অবস্থাতেই (2 বছরের মধ্যে) শিশুদের মধ্যে অটিজমের রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগের লক্ষণগুলি হল—

1. কোনো প্রকার সহজাত প্রতিক্রিয়া করতে পারে না।
2. সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না।
3. কোনো রকম প্রক্ষোভ বুঝতে পারে না এবং প্রকাশ করতে পারে না।
4. এরা ভীষণ জেদি হয়।
5. এদের ভাষার বিকাশ হয় না।
6. চিন্তা, কল্পনা করতে পারে না।

মস্তিষ্কের গঠনগত ক্ষতি থেকে অটিজম হয়।

3. ক্রেটিনিজম (Cretinism)

উত্তর : এটি এক ধরনের বিপাক ক্রিয়াজনিত অসুখ। থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক ক্ষরণের কারণে এই রোগ হয়। সাধারণত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে কম রস নিঃসরণের ফলে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই রোগের লক্ষণগুলি হল—

1. বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা
2. দেহের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।
3. গায়ের চামড়া খসখসে হয়ে যায়।
4. জিহ্বা মোটা ও অস্বাভাবিক লম্বা হয়ে থাকে।
5. চোখের ত্রুটিপূর্ণ গঠনের কারণে দৃষ্টি প্রতিবন্ধকতা হতে পারে।

প্রথমেই যদি এই রোগ ধরা পড়ে তাহলে থাইরক্সিন হরমোন চিকিৎসা করলে এই রোগের তীব্রতা কমতে পারে।

4. মস্তিষ্কে পক্ষাঘাত (Cerebral Palsy)

উত্তর : শিশুর জন্মের সময় কোনো রকমে মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে Cerebral Palsy হতে পারে। Cerebral Palsy আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে শতকরা 50 ভাগের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q) 70-এর নীচে থাকে। এই রোগের লক্ষণগুলি হল:

1. পেশি সঞ্চালনের ক্ষেত্রে অসংগতি দেখা যায়।
2. পেশি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা না থাকায় অস্বাভাবিকভাবে নড়াচড়া করে।
3. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগী নিজের ব্যক্তিগত কাজগুলিও করতে পারে না।
4. এরা সাধারণত পরনির্ভরশীল হয়।
5. এরা কম বয়সে মারা যায়।

5. Down's Syndrome:

উত্তর : ক্রোমোজোমের সংখ্যার ত্রুটি থাকলে এই রোগের লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের 46টি ক্রোমোজোমের সঙ্গে আরও একটি ক্রোমোজোম বেশি থাকে। এর ফলে ক্রোমোজোমের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 47টিতে। একে Trisomy-21 বলা হয়ে থাকে। এই রোগের লক্ষণগুলি হল—

1. মুখমণ্ডল গোল
2. নাক চ্যাপটা
3. হাতের আঙুল ছোটো ও অপেক্ষাকৃত মোটা হয়।
4. চোখের অস্বাভাবিক তির্যক গঠন।
5. চোখের পাতা ছোটো ছোটো।
6. এদের দেহের গঠন অনেকটা মঙ্গোলীয়দের মতো হয় বলে এই রোগকে অনেকে মঙ্গোলিজম (Mongolism) বলেন।

8. মানসিক প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিবিভাগ
(Classification of Mental Retardation)

উত্তর : American Association on Mental Deficiency (AAMD) অনুসারে মানসিক প্রতিবন্ধীদের তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I.Q.)-এর ভিত্তিতে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে—

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিবিভাগ

স্তর	বিঁনে-স্টানফোর্ড	ওয়েসলার
মৃদু (Mild)	68-52	70-55
মধ্যম (Moderate)	51-36	54-40
গুরুতর (Severe)	35-20	39-25
গভীর (Profound)	19-এর নীচে	24-এর কম

9. টার্নার উপসর্গ (Turner Syndrome)

উত্তর : একজন সাধারণ নারীর জননকোশে দুটি 'X' ক্রোমোজোম থাকে। এবং একজন পুরুষের জননকোশে XY ক্রোমোজোম থাকে। Turner Syndrome-এ আক্রান্ত নারীর জননকোশে 2টি 'X' ক্রোমোজোমের পরিবর্তে একটি 'X' ক্রোমোজোম থাকে। এর ফলে বয়ঃসন্ধিতে নারী লক্ষণগুলির পুরোপুরি বিকাশ হয় না। অর্থাৎ স্তনের গঠন অসম্পূর্ণ থাকে। যৌনকেশ অনুপস্থিত থাকে। এরা সাধারণত মধ্যমমানের (Moderate) মানসিক প্রতিবন্ধী হয়। মধ্যম মানের ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা 20 জনের টার্নার উপসর্গ দেখা যায়।

10. Dyslexia

উত্তর : এটি হল বিশেষ এক ধরনের শিক্ষণ অক্ষমতা। কিছু শিশু আছে যারা পড়া বা বানান করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভুল করে থাকে। এই ভাষাগত অক্ষমতাকেই Dyslexia বলে।

The World Federation of Neurology (1968) Dyslexia প্রসঙ্গে বলেছেন "A disorder manifested by difficulty in learning to read, despite conventional instruction, adequate intelligence and socio-cultural opportunity. It is dependent upon fundamental cognitive disability, which are frequently of constitutional origin."

যদি প্রথম অবস্থাতেই Dyslexic শিশুকে চিহ্নিত করা যায় এবং প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাহলে এই ধরনের অক্ষমতাকে কাটিয়ে ওঠা যায়।

এই ধরনের শিশুদের বৈশিষ্ট্য হল—

- এরা খুব সাধারণ বানান ভুল করে।
- এদের উচ্চারণও সঠিক হয় না।

- সঠিক দক্ষতার অভাবে শুদ্ধভাবে লিখতে পারে না।
- এদের স্মৃতিশক্তি (Short term memory) খুবই কম।
- সঠিক গুরুত্ব না দেওয়ায় এরা সরবপাঠে ভুল করে।
- শিশু ধীরে ধীরে হীনম্মন্যতায় ভুগতে থাকে।
- এরা ইংরেজি অক্ষর যেমন— b,d,l,t, ঠিকমতো চিনতে পারে না, বা লিখতে ভুল করে।
- এরা খুব সাধারণ ভুল করে যেমন rat-কে tar লেখে, আবার won-কে now লিখে থাকে।
- এদের লেখা খুব ধীরে ধীরে হয়ে থাকে।

11. Dyscalculia

উত্তর : এটি একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষণ অক্ষমতা (Learning disability)। এই ধরনের রোগে আক্রান্ত শিশুরা খুবই অসাবধানি হয় এবং খুব ছোটো ছোটো কিন্তু মারাত্মক ভুল করে বসে। গাণিতিক চিহ্নগুলিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না যেমন '+' , '–', '×', '÷', ইত্যাদি। অনেক সময় সংখ্যাগুলিকেও লিখতে ভুল করে যেমন 3 কে 4 লেখে কিংবা 6-কে 9 লেখে। সংখ্যা মনে রাখার ক্ষমতা এদের থাকে না বললেই চলে, যেমন 110-কে প্রায়ই 101 লেখে। এই কারণে এদের গণিতের পরীক্ষার ফল খারাপ হয়। এর ফলে গণিত সম্পর্কে ভয়ের সৃষ্টি হয়। গণিতকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে ফলে পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে।

12. Lip-Reading

উত্তর : যে সমস্ত শিশুরা শ্রবণ প্রতিবন্ধী, তারা অনেক সময়েই শিক্ষক বা বক্তার কথা ঠিক শুনতে পায় না। তাদের জন্য বিশেষ এক পদ্ধতি হল Lip-Reading। এই সমস্ত শ্রবণ প্রতিবন্ধিরা শিক্ষক বা বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার সময় মুখমণ্ডল বিশেষ করে ঠোঁটের নড়াচড়াকে লক্ষ করে বক্তা কী বলছেন তা বুঝতে চেষ্টা করে, একে Lip-Reading বলে।

একটি আয়নার সামনে বসে ধীরে ধীরে কোনো শব্দ উচ্চারণ করার সময় মুখমণ্ডল এবং ঠোঁটের নড়াচড়াকে দেখে বক্তার কথাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য এটি একটি খুব জনপ্রিয় ও সাধারণ পদ্ধতি।

Lip-Reading-এর তিনটি জনপ্রিয় পদ্ধতি রয়েছে—

1. Phonetic approach.
2. Whole Approach.
3. German Mueller Walle Method.

19. বিশেষ শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পার্থক্য (Difference between Special Education and Integrated Education)

উত্তর :

বিশেষ শিক্ষা	অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা
1. সকল প্রকার ব্যতিক্রমী শিশুদের জন্য বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।	1. কেবলমাত্র মৃদু এবং মধ্যম মাত্রার প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।
2. বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধীদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হয়।	2. সাধারণ শ্রেণিকক্ষে সাধারণ শিশুদের সঙ্গে শিক্ষাদান করা হয়।
3. মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।	3. মনোবৈজ্ঞানিক, সমাজবৈজ্ঞানিক এবং গণতান্ত্রিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।
4. এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল প্রতিবন্ধী শিশুদের যতদূর সম্ভব সাবলম্বী করে তোলা।	4. এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক চাহিদার পূরণ করা।
5. এই শিক্ষার জন্য বিশেষ শ্রেণিকক্ষ বিশেষ শিক্ষা প্রদীপন এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের দরকার হয়।	5. সাধারণ শ্রেণিকক্ষে সাধারণ শিক্ষা উপকরণ এবং সাধারণ শিক্ষকরাই শিক্ষা দিতে পারেন।
6. প্রতিবন্ধিতার মাত্রা অনুযায়ী শিক্ষাদান পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন।	6. ন্যূনতম নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে শিক্ষাদান চলে।

20. Plus Curriculum

উত্তর : দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ এক শিক্ষাদান পদ্ধতি। Plus Curriculum -এর শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে তবেই একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুকে সমন্বিত শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ এর পরেই তাকে সাধারণ শিশুদের সঙ্গে সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। প্লাস বা কমপেনসেটরি কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ কার্যবলিগুলি হল:

1. জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ (Sensory Training)
2. ব্রেইল পদ্ধতিতে পঠনপাঠনে দক্ষতা (Braille reading and writting)
3. দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় কৌশল (Daily Living Skills Training)
4. পরিবেশ পরিচিতি এবং নিরাপদে হাঁটার কৌশল (Orientation and mobility training)

28. **Impairment, Disability, Handicapped.**

উত্তর : প্রতিবন্ধী শিক্ষার ক্ষেত্রে Impairment, Disability এবং Handicapped—এই তিনটি শব্দকে প্রায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই তিনটি শব্দ আপাতভাবে একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এই তিনটি শব্দের আলাদা আলাদাভাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। যেমন—

Impairment: 'Impairment' বলতে আমরা সাধারণত শিক্ষার্থীর আকৃতি এবং অঙ্গসংস্থানগত অস্বাভাবিকতাকে বুঝি। অনেকের মতে পেশিগত ও অঙ্গসংস্থানগত প্রতিবন্ধিতাকে বোঝাতে 'Impairment' কথাটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন শিশুর হাতে 5টির বদলে 6টি আঙুল রয়েছে। এর ফলে তার কাজ করতে অসুবিধা হলেও তা কাজে কোনো সময়ে বাধা সৃষ্টি করে না। কিংবা সে তোতলা হলে তার কথা বলতে একটু অসুবিধা হলেও সে কথা বলতে পারে। এই ধরনের অসুবিধাগুলিকে Impairment বলা যেতে পারে।

Disability: শিক্ষার্থীর শারীরিক আকৃতি বা গঠন, পেশিগত অসুবিধা, অঙ্গসংস্থানগত কারণে যদি তার কোনো কাজ করতে বিশেষ অসুবিধা হয়, তখনই তাকে আমরা 'Disability' বলব। যেমন—একজন শিশু খালি চোখে অন্য সব কাজ করতে পারলেও পড়াশোনার কাজে চশমা ছাড়া সে কাজ করতে পারে না একে আমরা Disability বলব।

Handicapped: শিশুর কোনোরকম অস্বাভাবিকতা যখন তার কোনো একটি বিশেষ কাজে অনতিক্রম বাধার সৃষ্টি করে, তখনই তাকে আমরা বলব 'Handicapped'। যেমন—কোনো একজন বধির শিক্ষার্থী শ্রবণযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া কিছুই শুনতে পায় না বা একজন দৃষ্টিহীন শিশু যে কোনোদিন আলো কী তা জানে না বা আলো তার কোনোরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে অক্ষম। তখনই তাদের আমরা 'Hearing Handicapped' এবং 'Visually Handicapped' বলব।

29. **Characteristics of ADHD Affected Child**

উত্তর : ADHD-তে আক্রান্ত শিশুর বৈশিষ্ট্য—

এটি একটি বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধিতা। এর বৈশিষ্ট্য হল অমনোযোগ, আবেগ প্রবণতা এবং অতিসক্রিয়তা। ADHD-তে আক্রান্ত শিশুদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে চিহ্নিত করা যায়—

1. **অমনোযোগ:** স্মৃতিশক্তি খুবই কম, ফলে পাঠ্যবস্তু সহজেই ভুলে যায়। কোনো বিষয়েই দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে না। খুব তাড়াতাড়ি বিরক্ত হয়ে পড়ে। কোনো কথা মন দিয়ে শোনে না। দিবাস্বপ্ন দেখে। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের নির্দেশ পালন করতে চায় না।

হল চোখের দৈর্ঘ্য হঠাৎ বেড়ে গেলে দূরের কোনো বস্তু থেকে আলোকরশ্মি এসে সরাসরি রেটিনায় না পড়ে তার আগেই ভিট্রিয়াসে এসে কেন্দ্রীভূত হয়, এর ফলে দূরের কোনো বস্তুকে অস্পষ্ট দেখায়। কাছের বস্তুগুলি দেখতে এই সমস্যা হয় না তাই সেগুলি স্পষ্ট দেখায়।

34. হাইপার মেট্রোপিয়া (Hyper Metropia)

উত্তর : এটি মায়োপিয়ার বিপরীত একটি সমস্যা। এক্ষেত্রে রোগী কাছের কোনো বস্তুকে অস্পষ্ট দেখে, কিন্তু দূরের কোনো বস্তুকে পরিষ্কার দেখে। এর কারণ, চোখের দৈর্ঘ্য কমে যাওয়ায় বা কর্নিয়ার বক্রতা কম হলে, লেন্সের তলের বক্রতা অসমান হওয়ায় আলোকরশ্মি রেটিনার বাইরে মিলিত হয়, ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি কাছের বস্তুগুলিকে ভালো দেখতে না পেলেও তার দূরদৃষ্টি তাই থাকে। এক্ষেত্রে পড়াশোনার জন্য চশমার প্রয়োজন হয়।

35. গ্লুকোমা (Glaucoma)

উত্তর : এটি এক ধরনের চোখের রোগ। অনেকে গ্লুকোমাকে অন্ধত্বের অন্যতম কারণ বলে মনে করেন। এই রোগের প্রধান কারণ হল চোখের ভিতরকার তরল পদার্থের চাপ হঠাৎ কোনো কারণে বেড়ে যায়। এর ফলে চোখের ভিতরকার ছোটো ছোটো রক্তবাহী নালিগুলির উপর চাপ বেড়ে যায় ফলে রক্তপ্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলস্বরূপ চোখের স্নায়ুগুলি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে থাকে এবং রোগী ধীরে ধীরে দৃষ্টিহীন হয়ে পড়ে।

এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি হল—

- চোখ দিয়ে জল পড়া।
- চোখে আলো পড়লে চোখ বন্ধ হয়ে যায়।
- ইলেকট্রিক বাল্বের চারদিকে রামধনুর মতো বিভিন্ন রং দেখা যায়।

প্রথম দিকে রোগ ধরা পড়লে বা সঠিক চিকিৎসা হলে গ্লুকোমা বৃদ্ধি পায় না। মনে রাখা দরকার একবার গ্লুকোমা হলে তা কোনো দিন পুরোপুরিভাবে সারে না।

36. প্রেস বায়োপিয়া (Presbiopia)

উত্তর : এই রোগের প্রচলিত নাম 'চালসে পড়া'। 40 বছর বা তার কাছাকাছি বয়সে এই রোগের উপসর্গগুলি দেখা যায়। লেন্সের ভিতর যে অর্ধ তরল বা জেলির মতো পদার্থ থাকে, তা বয়সের কারণে ধীরে ধীরে আরও ঘন হয়ে শক্ত হয়ে যায়। এর ফলে লেন্সের নমনীয়তা হ্রাস পায় এবং তার কার্যক্ষমতা কমতে থাকে। ফলে সেটি প্রয়োজনমতো প্রসারিত ও সংকুচিত হতে না পারায় সব সময়ে রেটিনাতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না। সেই কারণে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। সময়মতো চোখ পরীক্ষা করে উপযুক্ত পাওয়ারের চশমা ব্যবহার করলে এই অসুবিধাকে অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়।